তারিখ ... ... MAR 07 2000..
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৫.....

এসএসসির চতুর্থ দিন

নকল প্রবণতা কিছুটা কমেছে, গফরগাঁও ও মাগুরায় গোলযোগ

কাগজ প্রতিবেদক : পাঁচটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিনে গতকাল সোমবার বড়ো ধরনের কোনো গোলযোগ হয়নি। তবে বহু পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে নকল যথারীতি অব্যাহত ছিল। যদিও বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা থাকায় ইংরেজি পরীক্ষার মতো নকলের চিত্র খুব ভয়াবহ ছিল না।

গফরগাঁওয়ে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে স্থানীয় সাংসদ নিজ দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের নকল সরবরাহের অভিযোগে প্রহার ও তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এ ছাড়া সেই কেন্দ্রে বহিরাগতদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জে ১০ জন আহত হয়। নকল করা ও সরবরাহের অভিযোগে গ্রেপ্তার, শিক্ষক বহিষ্কার এবং পরীক্ষার্থী বহিষ্কার কালও হয়েছে।

গতকাল রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ৯৮১ জন পরীক্ষার্থী ও দুজন শিক্ষক, যশোর শিক্ষা বোর্ডে ২৯২ জন পরীক্ষার্থী এবং ঢাকা বোর্ডে ৩৬৬ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

এসএসসি ৪র্থ দিন

● প্রথম পাতার পর

গফরগাঁও প্রতিনিধি জানান, গফরগাঁও কেন্দ্র থেকে গতকাল স্থানীয় সাংসদ আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ নিজ হাতে স্থানীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম রিয়েল ও গফরগাঁও সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম ভুএরাকে নকল সরবরাহের অভিযোগে বেদম পিটুনি দিয়ে তাদেরকে পুলিশে সোপর্দ করেন। স্থানীয় তথাকথিত শৃঙ্খলা কমিটির নেতাদের পরীক্ষা কেন্দ্র দখল করার খবর পেয়ে সাংসদ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। এ ছাড়াও অপর একজন নকল সরবরাহকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে পুলিশের লাঠিচার্জে একজন মহিলাসহ ১০ জন আহত হয়। গফরগাঁও কেন্দ্রে নকলের দায়ে ২০ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়।

মাগুরা প্রতিনিধি জানান, জেলার শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মোহাম্মদ আলী পরীক্ষা শুরুর আগে অবৈধভাবে মাগুরা মহিলা কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের অফিস রুমে লুকিয়ে থাকেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর তিনি ঐ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী নিজের মেয়ে শিমুকে নকল সরবরাহ করতে থাকেন। এ অবস্থায় কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট মোখলেছুর রহমান রুম থেকে মোহাম্মদ আলীকে বের করে দেন। স্থানীয় দুজন সাংবাদিক তথ্য সংগ্রহ করতে ঐ কেন্দ্রে গেলে মোহাম্মদ আলী তাদের ওপর চড়াও হন। তার বিরুদ্ধে মাগুরা থানায় মামলা করা হয়েছে।

উল্লাপাড়া প্রতিনিধি জানান, উল্লাপাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ উজ্জ্বল ও শাহীন নামে দুজন নকল সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার করে। এ কেন্দ্রে নকলের দায়ে ১২ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। এ ছাড়াও এ কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরুর আগে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করে ৩ বস্তা নকল উদ্ধার করা হয়।

মতলব প্রতিনিধি জানান, থানার ৫টি কেন্দ্র থেকে নকলের দায়ে ৪২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

বরিশাল প্রতিনিধি জানান, জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে গণনকল অব্যাহত রয়েছে। ১৯টি কেন্দ্রে ৪৪ জন পরীক্ষার্থীকে গতকাল বহিষ্কার করা হয়।

ধামরাই প্রতিনিধি জানান, চারজন পরীক্ষার্থীকে নকলের জন্য বহিষ্কার করা হয়। গোটা সদরের পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও বাইরের নকল সরবরাহকারীরা নকল সরবরাহ করতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল ছোড়ে। এতে এসআই আলতাফ চৌধুরী আহত হন। পুলিশ এ ঘটনায় দুজনকে আটক করলেও পরীক্ষা শেষে তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

চাঁদপুর থেকে প্রতিনিধি জানান, বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের দায়ে ৮৮ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, নগরী ও জেলার বিভিন্ন থানায় নকলের দায়ে ৩৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।